বঙ্গোপসাগরে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ

আমাদের সমুদ্রে রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মৎস্য (হাঁঙ্গরসহ), ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি ও ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া। ৫ প্রজাতির লবস্টার, ২ প্রজাতির রাজ কাঁকড়া, ৬ প্রজাতির কস্তুরা, ৪০০ প্রজাতির ঝিনুক-শামুক, ৩৩ প্রজাতির সাগর কুসুম, ১১ প্রজাতির তিমি/ডলফিন, ২ প্রজাতির তারা মাছ, ৩ প্রজাতির স্পঞ্জ, ৪ প্রজাতির কচ্ছপ, ৫৬ প্রজাতির শৈবাল, ৫ প্রজাতির সামুদ্রিক ঘাস এবং ১৩ প্রজাতির প্রবাল।

সামুদ্রিক কচ্ছপের যে ৬টি প্রজাতি পৃথিবীতে আছে তার মধ্যে ৫টি প্রজাতিই আমাদের সমুদ্রে আছে।

আমাদের সমুদ্রে Indo-Pacific humpback dolphin (*Sousa chinensis*), Bottlenose dolphin (*Tursiops aduncus*), Pantropical spotted dolphin (*Stenella attenuata*), Spinner dolphin (*Stenella longirostris*), Rough-toothed dolphin (*Steno bredonensis*) দেখা যায় যা সারাবিশ্বে ডলফিনের অন্যতম আবাসস্থান হিসেবে বিবেচিত।

সুন্দরবন সংলগ্ন সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এলাকায় তিন জাতের তিমি Bryde's whale (*Balaenoptera edeni*), Fin whale (*Balaenoptera physalus*) ও False killer whale (*Pseudorca crassidens*) ও কক্সবাজারের উপকূলে তিমি জাতীয় ছোট প্রাণি Finless Porpoise (*Neophocaena phocaenoides*) রয়েছে।

- নির্বিচারে বাগদা চিংড়ির পোনা ধরা বন্ধ করতে হবে
- বেহুন্দি জাল মোহনা থেকে সরিয়ে সাগরের পাততে হবে। এ জালের শেষ প্রান্তের ফাঁসের আকার সরকারী বিধি মোতাবেক বড় করতে হবে
- কারেন্ট জাল ও অন্যান্য ছোট ফাঁসের ফাঁস জাল দিয়ে সাগরে মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে
- সাগর পাড় হতে শামুক-ঝিনুক, করতাল, কড়ি ও কচ্ছপ আহরণ বন্ধ করতে হবে।

'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা'সমূহে (Ecologically Critical Areas) ইকোট্যুরিজম প্রচলনের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, পর্যটকদের বিনোদন প্রদান ও স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখা সম্ভব।

সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব দা বে অব বেঙ্গল লার্জ মেরিন ইকোসিস্টেম (BOBLME) প্রকল্প

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট